যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের বোঝা ১২ শতাধিক ক্যাডার

মুশতাক আহমদ

ছাত্রলীগের বোঝা ১২ শতাধিক নেতাকর্মী। এরাই দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তথা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাস্তানি, মাদক, অস্ত্র ব্যবসা, খুন, ছাত্রী উত্ত্যক্ত, নারী নির্যাতন, শিক্ষক নির্যাতন, ডাক্তার নির্যাতন, হল-হোস্টেল পুড়িয়ে দেয়াসহ হেন অপকর্ম নেই যা করছে না। এরা নিজ নিজ শাখায় 'ক্যাডার' হিসেবে পরিচিত। আর স্থানীয় জনগণের কাছে তাদের পরিচিতি 'সন্ত্রাসী'। শুধু তাই নয়, অপকর্ম করার পরে গণমাধ্যমের সংবাদেও তাদের পরিচয় বলা হয় 'সন্ত্রাসী' হিসেবেই। সর্বপ্রকার জানান, এদের কারণেই ৬৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ম্লান হচ্ছে সরকারের অর্জন। চুনকালি লেপন হচ্ছে সংগঠনটির সারাদেশে ২০ লক্ষাধিক নেতাকর্মীর মুখে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এসব সন্ত্রাসী অনেক সময় সংগঠনকে পর্যন্ত জিম্মি করে ফেলে। 'নানা কারণে' তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারে না সংগঠনটি। আবার অ্যাকশন নেয়া হলেও সংগঠনের ছত্রছায়ায়ই তারা অপকর্ম দিব্যি চালিয়ে যায়। এভাবে যখন বড় ধরনের অপকর্ম ঘটায় তখন অবশ্য সংগঠনও পার পায় না, যদিও তখন ছাত্রলীগ থেকে বারবার বলার চেষ্টা করা হয়, তারা সংগঠনের কেউ নয়।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ওই সব 'নানা কারণ'। কারণগুলো মেলালে মাত্র তিনটি দাঁড়ায়। প্রথমত, বিভিন্ন চার বছর

বোঝা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

বোঝা : ছাত্রলীগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগ সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চা করেনি। কোন ক্যাম্পাসেই বিরোধী মতের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তাদের 'সহাবস্থান' ছিল না। সরকারে আসার পর থেকে এককভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগ ছাত্রশিবিরসহ ভিন্ন মতাদর্শীদের বিতাড়ন করে। এর ফলে সংগঠনটি অনেকটা 'বেপরোয়া' স্টাইলে রাজত্ব শুরু করে। সভা-সমাবেশ ও মিছিল-স্লোগানের পরিবর্তে লাঠি-চাপাতি, অস্ত্র আর পিস্তল তাদের 'অস্ত্রে' পরিণত হয়। একপর্যায়ে ক্যাম্পাসে তারা শুরু করে চাঁদাবাজি-মাস্তানি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্র ও মাদকসহ নানা বাণিজ্য। দ্বিতীয়ত, ছাত্রলীগকে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরাও ব্যবহার করে। বিশেষ করে তারা ভিসিদের 'হাতের লাঠি'তে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের কোণঠাসা আর নিজেদের অনিয়ম-দুর্নীতি ঢাকতে অনেক ভিসি ছাত্রলীগকে ব্যবহার করার কারণে সেখানে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অবশ্য স্বাধীনচেতা যেসব ছাত্রনেতা ভিসিদের 'দুধপলিট' হতে চাননি, তাদের 'সরকারি দলের বিরোধী দল' হতে হয়েছে। একটি অংশকে সর্বশ্রী ভিসি ক্যাম্পাসে পেয়েছেন, তৈরি করেন তারা ছাত্রলীগের আড়ালে 'ভিসিলীগ'। অন্যকে অংশ ক্যাম্পাস-বিতাড়িত। আর এ সুযোগে ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী অংশটি বেপরোয়া হয়ে যায়। তারা নানা অপকর্মসহ 'খুন' করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করেনি। সর্বপ্রকার জানান, ওই সব ভিসিলীগ বা প্রশাসনলীগ তৈরির ঘটনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের এমসি কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও ঢাকা কলেজ অন্যতম। এগুলোর মধ্যে কেবল জাহাঙ্গীরনগরেই সাবেক ভিসি শরীফ এনামুল কবীরের গড়া 'ভিসিলীগের' হাতে শামী নামে একজন ছাত্র খুন হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনাও রয়েছে, দু'দিন আগে যে ক্যাডার অর্থনৈতিক নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছে, পুরস্কার হিসেবে বিদায়ী ভিসি তাকে শিক্ষক বানিয়ে 'সহকারী প্রক্টর' পর্যন্ত নিযুক্ত করেন। এছাড়া বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত প্রক্টরিয়াল ছাত্রছাত্রীদের রক্ষাকর্তা বা 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' বলে পরিচিত। পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক ভিসিও ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ ও আর্থিক দুর্নীতি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিজের দুর্নীতি ঢাকতে ছাত্রলীগকে তুলে তুলে দেন। একশ্রেণীর নেতাকর্মীকে পোষার কারণে তারা ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একই অবস্থা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও। সেখানকার বর্ষে দাপুর ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতা সম্প্রতি 'বিশ্বজিৎ' নামে এক নিরীহ দর্জিকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। সিলেটের সরকারি এমসি কলেজে শিবির বিতাড়নের নামে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী হোস্টেল পুড়িয়ে দিয়ে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ'র মতো ঘটনা ঘটায়। রংপুরের কারমাইকেল কলেজেও একই দশা। ছাত্রলীগের কারণে সেখানকার তিনটি হোস্টেল বর্তমানে তালাবদ্ধ। ফলে ৪২ হাজার শিক্ষার্থীবহুল ক্যাম্পাসের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মেস ভাড়া করে বাইরে থাকতে হচ্ছে। সর্বপ্রকার জানান, এদের বাইরে বিগত বছরে ছাত্রলীগের হাতে অন্তত ৮ জন খুন হন। এর মধ্যে কেবল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছেন ২ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের দুজন নেতা খুন হন। নাটোরে বিএনপির এক নেতাও খুন হন ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের কারণে। পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী বহুল বাংলাবাজার ও ইসলামপুর এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কবি নজরুল এবং সোহরাওয়ার্দী কলেজের কিছু নেতাও নানা ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিলীগ হিসেবে পরিচিত ছাত্রলীগ জনৈক শিক্ষকের নেতৃত্বে বহিরাগত ও ক্যাম্পাসের একশ্রেণীর ক্যাডার নিয়ে 'এসিড-সন্ত্রাস' করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী আন্দোলনেও ছাত্রলীগ ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় কারণটি হচ্ছে সংগঠনের ওপর বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ ও সংগঠনের বিদায়ী নেতারা। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা ও নির্দেশে ২৯ বছরের মধ্যে নেতৃত্ব বেঁধে দেয়া হয়। অর্থাৎ, ২০০৬ এবং ২০১১ সালের জাতীয় কাউন্সিলে ঊনত্রিশোর্ধ্ব নেতাকর্মীরা বাদ পড়েন। বাদ পড়াদের প্রায় বেশির ভাগ যুবলীগের পোস্টিংয়ের ধান্ধায় নামেন। তারা দেশের বিভিন্ন ধরনের ভবন বিশেষ করে শিক্ষা প্রকৌশল, গণপূর্ত, সড়ক, বিদ্যুৎ, খাদ্য, জেলা সিভিল সার্জন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকাদারি ব্যবসা করতে যান। এ কাজ করতে গিয়ে তারা দল ভারির প্রয়োজনে নিজের শিষ্যদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় বা গুরুত্বপূর্ণ শাখার নেতা তাদের ব্যবহার করেন। আবার তাদের মাধ্যমে বা নিজেই কখনও দল ভারির প্রয়োজনে সরাসরি সংগঠনে হস্তক্ষেপ করেন। তৈরি করার চেষ্টা করেন নিজস্ব বলয়। এর ফলে তারা ক্যাডার পোষা শুরু করেন। এ নিয়ে কখনও বিদ্যমান নেতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হলেই সেখানে অনিবার্য সংঘাত তৈরি হয়। এমনি একটি ঘটনা ঘটে ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাভবনকেন্দ্রিক আধাপঁচিশের সাড়ে ১৬ কোটি টাকার একটি কাজ দখল নিয়ে ছাত্রলীগ থেকে বিতাড়িত নেতা শফিকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এক সাংগঠনিক সম্পাদক এবং তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। ওই ঘটনার রেশ ধরে শফিক গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে তাণ্ডব চালায়। ওই ঘটনায় সেদিন ২৫ জন আহত হয়েছিলেন। এভাবে ছাত্রলীগ থেকে সরকে হওয়া অনেক নেতারাও হয় নিজেরা সন্ত্রাস করেন নতুবা পেশিশক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনে ছাত্রলীগের বর্তমান নেতাকর্মীদের ব্যবহার করছেন। ছাত্রলীগকে ব্যবহারকারী ওই সব নেতার বেশির ভাগ স্বেচ্ছাসেবক লীগে জায়গা পেয়েছেন। অনেকে যুবলীগসহ অন্যান্য সংগঠনে জায়গার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছেন বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগ সূত্র জানিয়েছে, এর বাইরে ছাত্রলীগের বেশ পুরনো কিছু বিভিন্ন মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বসেও অনেকে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। তাদের মধ্যে একজন আছেন সম্প্রতি নিজ এলাকায় গিয়ে বিদ্যমান আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে ফিরেছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সদ্য ডক্টরেট পাওয়া ওই নেতা সম্প্রতি ইডেন কলেজ ও ওসমান খানা শাখা কমিটি গঠনে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন। তার মতো কমিটি না করায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও নগর নেতাদের মনোমালিন্য চলছে।

যুগান্তরের অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি করা তালিকা অনুযায়ী ছাত্রলীগকে যেসব ক্যাডার নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনকে ডোবাচ্ছেন তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ৮০ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ জন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) ১৩ জন, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ জন, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জন ও রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশে আরও ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২৬৯টি সরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পাঠদান হয়। তবে এগুলোর মধ্যে পুরনো ১৯টি জেলায় অবস্থিত প্রায় ৩০টি কলেজে কমবেশি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়। আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক জেলা রয়েছে ৮৯টি। প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা ও ৬০টির মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ এই দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৬ জন করে অন্তত ৯০০ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নাম তালিকায় রয়েছে বলে জানা গেছে। দুটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, এর মধ্যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষক, সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতাদের মধ্যে যারা ছাত্রলীগকে ব্যবহার করছেন তাদের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। শিগগিরই তা সরকারের উচ্চপর্যায়ে পেশ করা হবে। ওই সূত্র আরও জানায়, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ৬ জন বলা হলেও আরও বেশি রয়েছে। তবে তারাই নাটের গুরু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : হলভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে রয়েছে— এফুএ হলে রাকিব, বিপ্লব, শরীফ, রাসেল, রনো, শিশির, নয়ন, সাব্বির, রোমান, মোজাম্মিল, আল আমিন ও তৌহিদ। জগন্নাথ হলে কাঞ্চন বিশ্বাস, শিশির, সিদ্ধার্থ, দেবক, উৎপল, সঞ্জয় বাড়ৈ, বিপ্লব দাস ও আদিত্য নন্দী। জিয়া হলে প্রিন্স, বাবু, ইমন, আশরাফ, মাহমুদ, জাহিদ ও রাহিন। জসীমউদ্দীন হলে মেহেদী, আল আমিন, এহতেশাম, সৈকত, রেজা, টিপু, সালাম, সাকিব ও হুমায়ুন। সূর্যসেন হলে আরিফ, শিমুল, হাসান, রতন, সোহাগ, সাইফুল, সুজন, রাজু প্রধান ও মোবারক। এফ রহমান হলে সাদ্দাম, রনি, সৈকত, ওও, জাহাঙ্গীর, মাহমুদ, শাওন, মামুন, সবুজ ও ইমরান। জহুরুল হক হলে দিপু, তানভীর, রোমান, কবির, আতিক, মিলন ও রায়হান। শহীদুল্লাহ হলে রাসেল, মোহাম্মদ ও আরিফুল। এসএইচ হলে রকিব, মঞ্জুলাল ও সংগ্রাম। এসএম হলে আনোয়ার হোসেন আবু, সুজন, সাগর, নাহিদ, শিমুল ও ইমরান। বঙ্গবন্ধু হলে আনোয়ার, রুবানী, সেলিম, হাসান, কায়েস, কুতুব, শাহিন, ওয়াহিদ, মুরাদ ও মনু খান। মহসীন হলে বিপ্লব, মেহেদী, তুষার, বাপ্পী, মাহাত, নূর, ইমরান ও সাব্বির (এদের অনেকে শফিকলীগ করে)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : রাকিব হোসেন (আবদুর রব হল), শিহাবুল হাসান ভূঁইয়া সাকিব (ছাত্রদল নেতা হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ, আবদুর রব হল), মাহমুদুল হাসান তুষার (আলাওল হল), শীতুষ কান্তি বর্মন (শাহ আমানত হল), মনসুর আলী (সোহরাওয়ার্দী হল), আবু তৈয়ব (লোকপ্রশাসন বিভাগ) ও রবিন (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : তৌহিদ আল তুহিন (সাংগঠনিক সম্পাদক), মুবায়ের ইবনে তানিন (মাদার বখ্শ হল), নাসির আল সেতু (উপ-পাঠাগার সম্পাদক) সৌরভ (নৃ-বিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষ), আতিকুর রহমান আতিক (উপ-দফতর সম্পাদক), মামুন (শাহ মাখদুম হল), কৌশিক (জিয়া হল) ও রুবেল (ক্রীড়া সম্পাদক)। জানা গেছে, এদের অনেকেই অস্ত্রধারী, মাদক ব্যবসায়ী, ডাকাত ও ভাড়াটিয়া খুনি হিসেবে পরিচিত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : ইমরান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), মামুন (মনোবিজ্ঞান বিভাগ), চাপাতি শাকিল, নাহিদ, কিবরিয়া, টিপু, শাওন, ওবায়দুল, ইউনুস, বাবর, এমদাদ, রাজন, তমাল, লিমন, সজীব, শাওন, সাহসাও, নুমা, রাসেল, ব্রিন্স, রাতুল ও রবিন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : মোঃ আশিকুর রহমান রাসেল (কেন্দ্রীয় সদস্য), মাহমুদ হাসান লেনিন (ক্রীড়া সম্পাদক), মোস্তাফিজুর রহমান হিটলার (সহ-সভাপতি), মোহাম্মদ আলী শিমুল (বঙ্গবন্ধু হল), টিটু (সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক), আবুল কাশেম, আরিফুল ইসলাম আরিফ, আশরাফুল ইসলাম, আবদুর রহমান রনি, শফিক আহমেদ, রাসেল জোয়ার্দার, হাবিব, বাবু (বঙ্গবন্ধু হল), জিহাদ ও সাগর। এরা সবাই শিক্ষকদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৩ জন : নাইমুল হাসান, (যুগ্ম আহ্বায়ক), টোকাই রাকিব (যুগ্ম আহ্বায়ক), আশরাফুজ্জামান আশান মাহিন, চয়ন বড়ুয়া, অঞ্জন, তারেক, সোহরাব, শিমুল, উত্তম দাস, পার্থ, রাজিব ও আকবর।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : অস্ত্র সুমন, রেজা (সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক), আজগর আলী, নিয়ামুল সাদ্দাম, তিমন এন্ড্রো, মহিউদ্দীন (যুবকের হত্যায় জড়িত বলে অভিযোগ), রাজীব আহমেদ, রাশেদ, শফিক আলম (বর্তমানে শিক্ষক), আকরাম, অরুণ, জাহিদ, অভি, তপু, (বঙ্গবন্ধু হোসেন হল), আরিফ, (আল বেরুনী হল), সম্রাট শাকিল (ভাসানী হল) ও বিপুব প্রমুখ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : রবিউল আলম লিমন, নাজমুল হক, দেবাশীষ দাস, মাহমুদুল ইসলাম রনি, আবদুল কাইয়ুম, আক্তারুল হাসান নিপুণ, মির্জা মোজাম্মেল হক, জাহেদ আক্তার নিশান, হিমাংশু মণ্ডল, গোলাম সরওয়ার, হুমায়ুন কবির ও তরুণ চন্দ্র রায়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : আসাদুজ্জামান মোল্লা, শাকিল মাহমুদ, আনোয়ার সাদ্দাম রিপন, ওলীউল ইসলাম তপু, এমএম সরোয়ার জাহান বাপ্পী ওরফে কালা বাপ্পী, রুবেল মিয়া, হুমায়ুন কবির, এসএম রায়হান, আল আমিন, ইয়াহিয়া তালুকদার ইমরান, সুমন কুমার ঘোষ, বিটার সুমন, শাহাবুদ্দিন শিহাব, আবদুল হক মজুমদার সাগর, শিপু শাহিন, শামসুল হক দুল, ফেরদৌস আলম বনেক ও প্রসেনজিৎ কুমার বসু প্রমুখ।

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : খন্দকার এনামুল হক ওও, রবিউল ইসলাম, প্রীতম মজুমদার, ছোট আরিফ, বড় আরিফ, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সুজাউ, হাসিব, রূপম, রিজান, সাকিব, শিহাব ও শাবনু নূর।

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় : জয় চক্রবর্তী, সজীব খান, নজরুল ইসলাম বাবু, কামরুজ্জামান শিবলী, নূরে রাকিব, সাকিব আহমেদ, অপু খন্দকার, আবু নাসের নয়ন, গোলাম রাব্বানী সাকিল, নাজমুল সাকিব, মুর্শেদ মাহমুদ, সাহাদুল হক ওও, রাকিবুল হাসান রনি, আমিনুল ইসলাম সাবাদ, এসএম তারিকুল ইসলাম রানা, মিজানুল আলম, কামরুজ্জামান অপু ও ...

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : বাঁধন, কিংশুক, সজীব, সুজন, জিবি, আশিক, শাহজ, তোহা, রেহিন ও নুরাদিন।

রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : মুন্না, শাকিব, রেজা, (হামিদ হল), পলাশ, জাকির, ফরহাদ। (এরা ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারী ও হত্যা মামলার আসামি বলে পরিচিত)।

সংগঠনের বক্তব্য : সার্বিক ব্যাপারে জানতে চাইলে সংগঠনের সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, ছাত্রলীগই দেশের একমাত্র সংগঠন যারা ইতিবাচক রাজনীতি করে। ইতিবাচক রাজনীতির স্বার্থেই নির্যাতিত ছাত্রদের হাতে সংগঠনের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন। একটি গঠনতন্ত্র আর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সংগঠন পরিচালিত হয়। সুতরাং এ সংগঠনে কোন সন্ত্রাসী নেই। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রবেশকারী আসে। প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের বের করে দেয়া হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা বিশ্বজিৎ হত্যায় জড়িত, তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী। এরা কেউ ছাত্রদল আবার কেউ ছাত্রশিবিরের কর্মী। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত ছাত্রলীগের কোন কার্যক্রমই শুরু হয়নি। সুতরাং সেখানে ছাত্রলীগ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, ছাত্রলীগের নামে কোথাও কেউ ...